justpaste.it

Fukkul Asir

@anonymous · 5m · edited: -5s

20 - 25 minutes

>"ফুক্কুল আসীর"~

"বন্দী মুক্তি" <

ইসলামে বন্দী মুক্তির বিষয়ে কঠিন গুরত্ব দেয়া হয়েছে

যে ব্যাপারে আমরা অধিকাংশরা আমরা জানি না।

জালিমের কারাগার থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা নিঃসন্দেহে একটি ফরজ কাজ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

অর্থ, আর তোমাদের হলোটা কী, তোমরা যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না!

অথচ দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুরা চিৎকার করে করে বলছে:

হে আমাদের রব, আমাদেরকে অত্যাচারীর এ নগর থেকে নিষ্কৃতি দিন,এবং স্বীয় সন্নিধান থেকে আমাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন!

সূরা নিসা, আয়াত নং-৭৫,

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রা: বলেন:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ·{وَما لَكُمْ لَا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}· حَضٌّ عَلَى الْجِهَادِ. وَهُوَ يَتَضَمَّنُ تَخْلِيصَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ أَيْدِي الْكَفَرَةِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنِ الدِّينِ، فَأَوْجَبَ تَعَالَى الْجِهَادَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَاسْتِنْقَاذِ الْمُؤْمِنِينَ الضُّعَفَاءِ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَلَفُ النُّفُوسِ. وَتَخْلِيصُ الْأُسَارَى وَاجِبٌ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِمَّا بِالْقِتَالِ وَإِمَّا بِالْأَمْوَالِ، وَذَلِكَ أَوْجَبُ لِكَوْنِهَا دُونَ النُّفُوسِ إِذْ هِيَ أَهْوَنُ مِنْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَفْدُوا الْأُسَارَى بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ. وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فُكُّوا الْعَانِيَ) و كذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون

المفاداة)

অর্থ, উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করছেন।

কাফের-মুশরিকদের অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসরত সহায়-সম্বলহীন দুর্বল মুসলমানদেরকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করার বিধানটিও রয়েছে উক্ত আয়াতে।

যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিয়ে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে ফরজ করেছেন নিজের একত্ববাদের বাণীকে বুলন্দ করা ও নিজের মনোনীত দ্বীনকে বিশ্বের বুকে বিজয়ী করার জন্যে।

সেই সাথে নিজের দুর্বল বান্দাদেরকে কাফের মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে ফরজ করেছেন যদিও তাতে রয়েছে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা!!

মুসলিম বন্দিদেরকে মুক্ত করা মুসলমানদের উপর একটি ফরজ বিধান।

সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে হোক, বা অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে হোক!

তবে অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে মুক্ত করা অগ্রাধিকার পাবে।

কেননা, সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে মুক্ত করা সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে তুলনামূলক সহজ।

ইমাম মালেক রাঃ বলেন, প্রয়োজনে সমস্ত মাল খরচ করে হলেও মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা স্বাধীন মুসলমানদের উপর ফরজ।

এটি এমন এক বিধান যাতে কোনো মতবিরোধ নেই।

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন: (فُكُّوا الْعَانِيَ) অর্থাৎ বন্দিকে মুক্ত করো!!

এমনিভাবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন: স্বাধীন মুসলমানদের উপর বন্দিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করাও আবশ্যক।

কেননা, সহমর্মিতা প্রদর্শন হলো বন্দিমুক্তির দ্বিতীয় স্তর।(তাফসীরে কুরতুবী-৫/২৫৭,)

এমনিভাবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : (فكوا العاني ـ يعني الأسير ـ و أطعموا الجائع و عودوا المريض) .

অর্থ, হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

তোমরা বন্দিকে মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করো, এবং অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করো। (সহীহ বুখারী, ৩০৪৬,)

উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় বুখারীর বিখ্যাত ব্যখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাঃ বলেন:

قال ابن بطال : فكاك الأسير و اجب على الكفاية ، و به قال الجمهور ، و قال إسحاق بن راهويه : من بيت المال ، و روي عن مالك أيضاً) .

অর্থ, ইবনে বাত্তাল রাঃ বলেছেন: মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করা ফরজে কিফায়া। এটিই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মাজহাব।

ইসহাক ইবনে রাহিওয়াহ বলেন:

বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে বাইতুল মাল থেকে। ইমাম মালিক রাঃ থেকেও এমনটি বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী- ৬/১৬৭,)

হযরত আবু জুহাইফাহ রাঃ বলেন:

قُلتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ مِنَ الوَحْيِ إلَّا ما في كِتابِ اللَّهِ؟ قالَ: لا والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أعْلَمُهُ إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هذِه الصَّحِيفَةِ، قُلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قالَ: العَقْلُ، وفَكاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافِرٍ.

• البخاري (ت ٢٥٦)، صحيح البخاري ٣٠٤٧ • [صحيح]

অর্থ, আমি ‘আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্*র কুরআনে যা কিছু আছে তা ব্যতীত আপনাদের নিকট ওয়াহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না।

সেই আল্লাহ তা‘আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেছেন এবং প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেছেন,

আল্লাহ্* কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং এ সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কী রয়েছে? তিনি বললেন,

‘দীয়াত ও বন্দীমুক্তির বিধান, এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয়।’(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩০৪৭)

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে বর্ণিত আছে, হযরত উমর ফারুক রাঃ বলতেন:

لأن أستنقذَ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحبُّ إليّ من جزيرة العرب".مصنف ابن ابى شيبة"

অর্থ, মুশরিকদের হাত থেকে একজন মুসলিমকেও মুক্ত করা আমার নিকট সমগ্র জাযিরাতুল আরবের ক্ষমতা লাভের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ বলেন:

إذا سُبيتْ امرأةٌ في المشرق وجبَ على أهل المغرب فكُّ أسرها"؛"

অর্থ, যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তেও একজন মুসলিম নারী কারারুদ্ধ হন তাহলে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমানের উপর তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

সারকথা হলো, জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত এটাই যে, যখন কোনো মুসলিম কারাগারে বন্দি হবে তখন তাকে মুক্ত করা বাকীদের উপর ফরজে কিফায়া হয়ে যাবে।

যদি সকলের পক্ষ থেকে কেউ একজন এই দায়িত্ব পালন করে তাহলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু কেউই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সকলেই ফরজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য গোনাহগার হবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর

পবিত্র কালামে বলেছেন,

আমাদের একদল লোকের ব্যাপারে জানিয়েছেন

যাদের কে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে ভয়ংকর আযাব পরিণতি থেকে বাঁচিয়ে দিবেন আর তাদের নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দান করবেন

আল্লাহ তা' আলা বলেছেন ,

তাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন,ইয়াতিম ও বন্দীদের আহার্য দান করে

তারা তো বলে আমরা আল্লাহর

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শুকরও না

আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতি দিবসের ভয় করি

সুতরাং ,সেই ভয়াবহ দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা ভেবে দেখুন

আল্লাহ সেই ভয়ংকর দিনে এই শ্রেণীর বান্দাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচিয়ে নিবেন এবং তাদের প্রশান্তি দান করবেন

যারা এই দুনিয়ায় বন্দীদের শুধুমাত্র আহার দিতো তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে ?

যারা সেই মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করতো,

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন...

ক্ষুধার্থকে খাবার দেয় এবং অসুস্থ কে দেখতে যায়

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন :

মুসলিম বন্দীদের মুক্তি করার জন্য মুসলিমরা তাদের সব কিছু ব্যয় করবে যদিও এতে তার সব কিছুই শেষ হয়ে যায়

সকল ওলামাগণ একমত হয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্র যদি তার কোষাগারে সমস্ত ধনসম্পদ একজন মুসলিম

মুক্তির জন্য ব্যয় করবে

তবে এটা অতিরিক্ত কিংবা বাড়াবাড়ি কিছু হবে না

লক্ষ্য করুন, সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করেও একজন মুসলিমকে মুক্ত করা

যদি অতিরিক্ত কিছু না হয়

তাহলে আজকের অবস্থা

কতটা ভয়াবহ !?

আজ জালিমের কারাগারে বন্দী মুসলিম ভাই-বোনদের ব্যাপারে আমাদের কোন ফিকির নিই !!

আমরা তাদের ব্যাপারে বেমালুম বেখবর সম্পূর্ণ উদাসীন !!

যেন তারা আমাদের কেউ নন;

ইবনে কুদামা আল হাম্বলী রহঃ বলেন, মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ আদায় করা বাধ্যতামূলক যার সামর্থ্য আছে

ইমাম নববী (রহঃ) মতে শত্রুর হাতে একজন মুসলিম বন্দী হওয়া সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হওয়া থেকে মারত্বক ।

কেননা একজন মুসলিম বন্দীর জীবনের মূল্য মুসলিম রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক অনেক বেশি

মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের মানসিকতা কেমন ছিল ?

খলিফা মানসুর বিন আবু আমীর উওর আন্দালুসিয়া যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন কারডোভার দিকে পথে একজন মুসলিম মহিলা খলিফার পথ রোধ করে দাঁড়াও এবং জানায় খিস্ট্রানেরা আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে হয় আপনি তাকে যুদ্ধ করে ছড়িয়ে নিয়ে আসেন অথবা মুক্তি পণ দিয়ে মুক্ত করে

ফিরিয়ে নিয়ে আসুন

খলিফা মানসুর এ কথা শুনা মাত্রই কারডোভাতে প্রবেশ না করে নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন এবং সেই মুসলিম বন্দীকে ছড়িয়ে নিয়ে আসলেন

আল হাকাম বিন হিশাম একজন মাএ মুসলিম মহিলাকে মুক্ত করার জন্য

শত্রুর এলাকায় শুধু আক্রমণ করেক্ষান্ত্র থাকেন নি

পুরো শত্রু এলাকা উলোট পালোট করে দিয়ে শত্রুদের পদানত করে

সেই মুসলিম মহিলাকে মুক্ত করে কারডোভায় ফিরেয়ে নিয়ে এসেছেন

খলিফা মোতাশিমার ঘটনা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে

কোথায় বহুদূরে দেশে গিয়ে কাফিরদের হাতে এক বন্দী নারী চিৎকার করে বলেছিল

ওহ মোতাশিমা ,হে খলিফা মোতাশিম

কোথায় তুমি ? আমাকে সাহায্য কর

একটি মাত্র মুসলিম বোনের আত্নচিৎকারে খলিফা মোতাশিম পাগল হয়ে গিয়েছিলেন

পুরো মুসলিম সেনা বাহিনী ,তিনি রওনা করে দিয়ে ছিলেন এই একটি মাত্র বোনকে উদ্ধারের জন্য

মনে আছে , মোহাম্মদ বিন কাশিমের কথা ,হিন্দু রাজা দাহিরের হাতে এক মুসলিম বোন নির্যাতিত হয়েছিল

এই খবর পেয়ে সূদূর আরব থেকে হিন্দুস্তানে ছুটে এসেছিলেন ১৮ বছরের টগবগে মুজাহিদ

মোহাম্মদ বিন কাশিম এমনি ছিলেন আমাদের পূর্বসূরীগণ

যখনি তারা কোন মুসলিম বন্দীর

কথা শুনতেন সেই বন্দীকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা অন্য কিছুতে স্থীর হতে পারতেন না

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,এবার আমাদের নিজেদের অবস্থা, একটু চিন্তা করে দেখি আমাদের অবস্থান কোথায় !?

ইরাকের আবু গারিব কারাগারে বন্দি নূর এবং ফাতিমা যখন চিৎকার করে বলেছিল, "হে মুজাহিদ ভাইয়েরা তোমরা কোথায়?

প্রতি রাতে ওদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছিনা। তখনও আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়নি।

মুসলিম বিশ্বের গৌরব ড.আফিয়া সিদ্দিকি মার্কিন কারাগারে রাতের পর রাত ধর্ষিতা হয়ে তিলে তিলে

নেই হয়ে গেলেন। তখনও আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়নি।

আরাকান ,কাশ্মির ,উইঘুর ,সিরিয়া সর্বত্র জ্বলছে, ক্রমশই উঁচু হচ্ছে মাজলুমের আহাজারি

হে ভাই! তারপরও আমরা কি জাগ্রত হবনা !!

আমাদের কি এই অলসতার ঘুম ভাঙ্গবেনা!

আমরা আর কতদিন এভাবে গাফলতির ঘুম ঘুমাবো?

আমাদের শরীরের রক্ত কি একদম নিস্তেজ হয়ে গেছে!

আমরা কি আমাদের পৌরষত্ব হারিয়ে ফেলেছি!!

হে প্রিয় ভাই! আপনি বিশ্বাস করুন!

হে প্রিয় উম্মাহ! আপনারা দেখছেন

আজ পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপিড়ীত,নিস্পেষিত।

আজ মুসলিমরা অপেক্ষা করছে একজন মুহাম্মদ বিন কাসিমের, তারিক বিন জিয়াদের" সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর"

হে ভাই!একটাবার ভাবুন তো! আমরা কি আমাদের দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছি! বা আদায় করার কথা কখনো ভেবেছি

আল্লাহ তা আলা বলছেন ;

নিশ্চয় সদাকা যাকাত হল ফকির ,মিসকিন এ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য দাস মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ'র পথে ব্যয়ের জন্য

আর মুসাফিরের জন্য এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ আর আল্লাহ হলেন সর্বগ্র মহাঙানী

এখানে, আল্লাহর পথে “ফী সাবিলিল্লাহ” বলতে মুজাহিদীনদের বোঝায়

মালেকী ফকীহ আবু বকর বিন আল আরবী বর্ণনা করেছেন :

“মালেক রাহঃ বলেছেন: আল্লাহর পথ অনেক ধরনের রয়েছে কিন্তু এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে এখানে এই আয়াতের মধ্যে) 'আল্লাহর পথ 'বলতে লড়াইকে। জিহাদ) বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আল নওয়াবী যাকাত ব্যয়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আল মিনহাজে বর্ণনা করেছেনঃ

"আল্লাহর পথের সৈনিককে তার যাবতীয় খরচ দেয়া হয় এবং তার পরিবারের যাবতীয় খরচও দেয়া হয় সে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, এমনকি সে যদি দীর্ঘ সময়ও অনুপস্থিত থাকে।"

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমই মুজাহিদীনদের যাকাত দেয় না।

তারা যদি নিজেদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখতো তাহলে তারা বুঝতো যে এখনকার যুগে তাদের যাকাত দানের উত্তম পন্থা বা রাস্তা হলো তা মুজাহিদীনিদের দেয়া।

কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচটি পরিস্থিতি ব্যাতীত সম্পদশালী ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যায় না। "

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার মধ্যে একটি হলো- "আল্লাহর পথে যোদ্ধা'।

__(আবু দাউদ)

এখন যদি মুজাহিদীনরা ধনী হলেও তাদের যাকাত দেয়া যায়,

তখন তাদের ব্যাপারে কি হবে যখন যাকাতের আটটি শ্রেণীর মধ্যে চারটিতেই মুজাহিদীনরা রয়েছে?

- তারা দরিদ্র, তারা অভাবগ্রস্ত, তারা মুসাফির এবং একমাত্র তারাই আল্লাহর পথে রয়েছেন!

সুতরাং আপনারা মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করুন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করুন।

আপনার মাল-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা একটি আয়াত ছাড়া প্রতিটি আয়াতেই স্বশরীরে জিহাদের আগে মাল সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে।

মাল সম্পদের মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্বের দিক টা আমাদের দেখতে হবে কারন, এর উপরেই জিহাদ অনেকটা নির্ভরশীল।

অন্যভাবে বলতে গেলে, মাল সম্পদ নেই তো জিহাদ ও নেই এবং জিহাদের জন্য প্রচুর পরিমান মাল সম্পদ এর প্রয়োজন।

আল কুরতুবি তার তাফসীরে বলেছেনঃ

"সাদাকাহ এর ক্ষেত্রে ব্যয় করা অর্থের পুরষ্কার দশ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যয় করা মাল সম্পদ ৭০০ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেনঃ

" যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীর্ষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ।।" [২০৪ ২৬১]

সম্ভবত জিহাদের জন্য পশ্চিমা (ইউরোপ, আমেরিকা) মুসলমানরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তাদের মাল সম্পদ জিহাদ এর জন্য খরচ করে ,

যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদীনদের জন্য লোকবলের চেয়ে অর্থের বেশি প্রয়োজন।

যেমন-শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেছেনঃ " আল্লাহ'র সৈনিকদের জন্য জিহাদ জরুরি এবং জিহাদের জন্য মাল সম্পদ জরুরি।"

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

যে কোন মুসলিম যেকোন মুসলিম কে দাসত্ব থেকে মুক্ত দান করবে

ঐ দাসের প্রতিটি অঙ্গের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিদাতা প্রত্যেক অঙ্গকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন

লক্ষ্য করুন , এখানে যাকাতের অর্থ যদি মুসলিমদের অধীনে থাকা দাসদের মুক্তির জন্য উপযুক্ত হয়ে থাকে

তাহলে কাফির কিংবা তাগুতের হাতে বন্দী থাকা নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় মুসলিম কিংবা মুসলিমার মুক্তির জন্য তা অধিক উপযুক্ত

আসলে মুসলিম অধীনে থাকা দাস তো ঈমান ও আমলের পূর্ণ স্বাধীনতা পাই কিন্তু তাগুতের কারাগারে বন্দী মুসলিম ভাই বোনেরা তো তাদের ঈমান এবং আমলের নিরাপত্তাটুকু পাই না

একজন দাস মুসলিম মনিবের থেকে সম্পূর্ণ ভরণপোষণ পেয়ে থাকে

কিন্তু তগ্বু'তের কারাগারে একজন মুসলিম বন্দী নিনূতম চাহিদা পূরণের সুযোগটুকু পায় না

একজন মুসলিম দাসের মুক্তির বিনিময়ে যদি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হয়

তাহলে ভেবে দেখুন একজন মুসলিম বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে কেমন হতে পারে

যে বন্দী বন্দী হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর কালেমা কে বলুন্দ করার জন্য

আল্লাহ'র জমিনে আল্লাহর দেয়া শরীয়াহ কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনি একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো আপনার ভাই কিংবা আপনার বোন কিংবা আপনার বাবা তাগ্বুতের জিন্দানখানায় বন্দী দুনিয়ার কোন সুখ শান্তি কী আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে

আজ আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রেখেছে তাই কী আপনি তাদের ভুলে যাবেন ?

আল্লাহ আমাদের একজন কে দিয়ে আরেক জনকে পরীক্ষা করেন

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে।

এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।

দেখুন ভাই, আল্লাহ তায়ালায়া নিজের সাথে বানিজ্যের কথা বলছেন।

আর তার মধ্যে সর্বপ্রথম অর্থ সম্পদের কথা বলেছেন।

সুতরাং ভাই আমাদের আল্লাহর সাথে বানিজ্য করতে হলে প্রথমে মালসম্পদ দিয়ে আগে বারতে হবে।

আর আমাদের অর্থ গুলো ব্যয় হবে বন্দি ভাইদের মুক্তির পিছনে, তাদের পরিবার পরিজনের পিছনে।

ইমাম তাইমিয়া রহ. বলেছিলেন

যদি তোমার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হয় আর অপর দিকে ময়দানে অর্থের অভাবে জিহাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তখন ঐ অবস্থায় ময়দানের মুজাহিদদের সাহায্যদান করা আবশ্যক কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মন কে পূন্যময় কাজে প্রতিযোগিতামূলক করে দিন। আমিন।

হে মুসলিম উম্মাহ!!

কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো?? এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ},

"নিশ্চয় সকল মুমিন একে অপরের ভাই।(সূরা হুজরাতঃ ১০)

তিনি আরো বলেনঃ-

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}

"মুমিনগণ একে অপরের বন্ধু/অভিভাবক। (সূরা তাওবাঃ ৭১)

হে মুসলিম উম্মাহ!! কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো??,

এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ তোমাদের নবী বলেছেনঃ-

أطعموا الجائعَ

وعُودوا المريضَ، وفُكُّوا العَاني ،

"তোমরা ক্ষুধার্তদেরকে পানাহার দাও, রোগীকে চিকিৎসা দাও, আর বন্দীদের মুক্ত কর। (সহিহ বুখারী)

হাদিসের العَاني (আল আনি) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أسير তথা বন্দী।

রাসূল (সঃ) আরো বলেনঃ-

(إنَّ على المسلمين من فيئهم أن يُفادوا أسيرهم، ويؤدوا عن غارِمهم).

"মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো,

১.তাদের বন্দী ভাইকে মুক্ত করা, ২.তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যাবস্তা করা। (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর)

তিনি (সঃ) আরো বলেনঃ-

(ما من امرئٍ يَخذُلُ امرءاً مُسلماً في موطنٍ يُنتقصُ فيه عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه من حُرمَتِه، إلا خذَلَه اللهُ تعالى في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرَتَهُ، وما مِن أحدٍ ينصرُ مُسلماً في موطنٍ يُنتقَصُ فيه من عِرضهِ، ويُنتهكُ فيه من حُرمتِه، إلا نصرَهُ اللهُ في موطنٍ يُحبُّ فيه نصرتَهُ).

"যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে পরিত্যাগ করল, যেখানে তার সম্মান হরণ করা হচ্ছে,

তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকেও এমন স্থানে পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে সাহায্যর মুখাপেক্ষী হবে,

আর যে তার মুসলিম ভাইকে এমন স্থানে সাহায্য করল, যেখানে তাঁর হুরমত নষ্ট করা হচ্ছে,

তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

(আহমদ, ১৬৪১৫ আবু দাউদ, ৪৮৮৪)

আর এর চেয়ে সর্বোচ্চ خذلان তথা পরিত্যাগ আর কি হতে পারে যে, উম্মাহ তার ক্লান্তিলগ্নে ও সংকটে তার সন্তানদের আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত হয়, যারা তাদের দ্বীন ও তার হুরমত রক্ষার্থে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন ছিল??..।

রাসূল (সঃ) বলেনঃ-

(مَنْ نصَرَ أخاهُ بالغيبِ نصَرَهُ اللهُ في الدنيا والآخرة).

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'লাও তাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাহায্য করবেন। (বাইহাকি)

হে মুসলিম উম্মাহ!! কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো,

আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো??, এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ তোমাদের নবী বলেছেনঃ-

(المؤمنُ من أهلِ الإيمان بمنزلة الرأسِ من الجسد، يألَمُ المؤمنُ لما يُصيبُ أهلَ الإيمان، كما يألَمُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ).

"ঈমানদার সকল মুমিন একটি দেহের মস্তকের নেয়, তাদের কোন এক ভাই যদি ব্যথা পায় তাহলে তারাও তার ব্যথায় ব্যথিত হয়, যেমনিভাবে শরীরের কোন অংশে আঘাত পেলে তার মস্তকও সেটা অনুভব করে।

(মুসনদে আহমদ, ৫/৩৪০ আস-সিলসিলাতুস সহিহা, ১১৩৭)

তিনি (সঃ) আরো বলেনঃ-

(المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كلُّه، وإن اشتكى عينَهُ اشتكى كلُّه)

"সকল মুমিন একটি দেহের ন্যায়, (শরীরের) মাথার অংশ যদি ব্যথা পায়, তাহলে পুরো শরীর তা অনুভব করে অথবা তার চোখে যদি ব্যথা পায়, তো পুরো শরীর ব্যথিত হয়। (সহিহ বোখারী)

রাসুলের বাণী المؤمنون (আল মুমিনুন) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; বর্ণ, গোত্র জন্মভূমি নির্বিশেষে সকল মুমিন তারা পরস্পরের সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হবে,

তারা এমন একটি দেহের ন্যায়, যার কিছু অংশে কষ্ট পাবার দ্বারা অন্য অংশ ব্যাথিত হয় এবং এক অংশ অন্য অংশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়, অথচ আমরা কি (পরস্পরে) এমন??

হে মুসলিম উম্মাহ!! কিভাবে তোমরা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছো, আর মজলুম বন্দীদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছো??, এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে??

অথচ তোমাদের নবী বলেছেনঃ-

(ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثلِ الجسدِ إذا اشتكى عضواً تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى).

"তুমি মুমিনদেরকে দেখবে যে

তারা পরস্পরে বন্ধুত্বতা ও সহানুভূতিশীলতার

ক্ষেত্রে এমন একটি শরীরের নেয়, যার কোন অঙ্গ ব্যাথা পাওয়া মাত্রই পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে ভোগে। (সহিহ বুখারী)।

নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন;

মুমিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রতি দয়া মায়া ও মমতার উদাহরণ একটি দেহের মত

যখন দেহের এক অঙ্গ পীড়িত হয় তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়

আমাদের ভাই ও বোনেরা যখন তাগুতের বন্দীশালায় অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে

তখন আমরা কীভাবে তাদের ভুলে গিয়ে শান্তি বোধ করতে পারি ?

আমরা তাদের ভুলে গিয়ে কীভাবে নিজেদের কে নিরাপদ ভাবতে পারি ?

আমরা তাদের স্ত্রী সন্তানদের কথা ভুলে গিয়ে কীভাবে নিজেদের স্ত্রী সন্তানদের মুখ দেখে প্রশান্ত হতে পারি ?

আজ তাদের পরীক্ষা চলছে কাল এই পরীক্ষা আমার উপরে আস্তে পারে কেমন হবে তখন ?

যদি ঠিক আজকে আমার মত আগামীকালে সমস্ত মুসলিমরা আমার ব্যাপারে ভুলে যায় !?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের নির্যাতিত নিপীড়িত ভাই বোনদের ব্যাপারে কখনোই ভুলে যাবেন না

স্মরণ করুন, তাদের উপর নির্যাতনের সেই রিদয় বিদরক সেই মুহূর্তগুলোর কথা অশ্রু শক্তি কণ্ঠে , তারা আসা করেন আমরা তাদের ভুলে যাবো না

প্রতিটি দিন নতুন সূর্যের সাথে সাথে তারা নতুন আসায় বুক বাধেন

নিশ্চয় আমার ভাইয়েরা আমাকে ভুলে যাই নি

প্রতিদিন রাতের আঁধারে সাথে সাথে তারা নিজেদের সান্তনা দেয় ইন শা আল্লাহ

আগামীকাল ভোরের আলোর সাথে সাথে আমার ভাইয়েরা আবার চেষ্টা শুরু করবে আমরা মুক্ত হব ইন শা আল্লাহ

সত্যিই কী আপনি তাদের কে ভুলে থাকতে পারেন ??

আমাদের নির্যাতিত ভাই বোনদের জন্য আমি আপনি আমরা সকলেই আমাদের ভাই বোনদের জন্য আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হব

বন্দী ভাই বোনদের মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে নিয়মিত দোয়া জারী রাখব ইন শা আল্লাহ

একই সাথে আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসব তাই আপনারা সকলে উদারভাবে এগিয়ে আসুন

স্মরণ করুন সেই হাদিসটির কথা

আপনি কিংবা আপনার মত সমমনা কয়েকজনের সঞ্চয় দিয়ে যদি একজন মাএ বন্দী ভাই কিংবা

একজন মাএ বোন মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন স্বাধীন জীবনে ইন শা আল্লাহ

আল্লাহ চাইলে আপনাদের কে সকল কে এই অসীলায় জাহান্নামের থেকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন

রাসূল সাঃ আমাদের কে জানিয়েছেন যে কেউ কোন এক মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করে দিবে

আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন সমূহ থেকে একটি প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন

এছাড়াও আপনি আপনার সম্পদ আল্লাহর কাছে কর্যে হাসানা হিসাবে দিতে পারেন

আল্লাহ বলেছেন , এমন কে আছে আল্লাহকে উওম কর্য দিবে তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান

কিয়ামতের দিনে সেই ভয়াবহ দিনের জন্য নিজের এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আজই আল্লাহ'র কাছে কিছু বিনোয়োগ করুন

আপনার বিনোয়োগের সর্বচ্চ এবং সর্বত্রকিষ্ট প্রতিদানদাতা আল্লাহ অপেক্ষা আর কে হতে পারে ।

কিয়ামতের দিনে এক শ্রেণীর মানুষ হবে যাদের আত্ননাদ আর গগণ বিদারি আফসোসে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন সেই দিন জাহান্নাম কে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে

কিন্তু এই উপলব্ধি সেদিন তার কী কাজে আসবে ?

সে বলব হায় যদি আমি আমার এই জীবনটার জন্য পূর্বেই কিছু পাঠাতাম

প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আপনারা আপনাদের, আশাপাশে বন্দী ভাই ও তাদের পরিবারের জন্য সাহায্যের হাতকে বাড়িয়ে দিন

হয়ত আপনার আশাপাশে থাকা এলাকায় থানা উপজেলা কিংবা জেলায় অনেক বন্দী ভাই রয়েছে

তাদের সাহায্যে আপনি এগিয়ে আসেন বন্দী মুক্তি কাজে আত্মনিয়োগ করুন

বন্দী মুক্তির কাজে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজে শরীক হোন (আমীন)

____নীরবতার প্রাচীর

উৎস ; এক জনপ্রিয় অপরিচিত শায়েখের লেকচার থেকে নেয়া হয়েছে যার বক্তব্য শুনে জিহাদ ফ্রী সাবীলিল্লাহ'র পথে উদ্বুদ্ধ হয়েছি

(পরবর্তীতে লেখাটি সংযোজিত সংশোধিত ও ঈষৎ পরিমার্জিত করা হয়েছে)

---***"""" উৎসর্গ """"***---

[আপনার নেক দোয়ায় সারা বিশ্বের সকল নির্যাতিত উম্মাহ সকল যুদ্ধরত,বন্দীরত ও মামলারত ভাইদের

কথা কখনো ভুলে যাবেন না]